

268635 - ব্যবসায়ী থেকে পণ্য কিনে সেটা বেশী দামে বিক্রি করে; এরপর ব্যবসায়ীর ঋণ পরিশোধ করে

প্রশ্ন

জনৈক ব্যক্তির কোন পণ্য-সামগ্রী নেই। সে একজন বড় ব্যবসায়ী থেকে আতরের শিশি প্রতিটি নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করে। এরপর সে শিশি বেশী দামে বিক্রি করে। সন্ধ্যায় যা বিক্রি হয়েছে ব্যবসায়ীকে সেটার পাওনা পরিশোধ করে এবং অতিরিক্ত যা থাকে সেটা নিজে রেখে দেয়।

প্রিয় উত্তর

এ লেনদেনের দুটো রূপ হতে পারে:

১। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাকীতে আতরের শিশিগুলো খরিদ করা। এরপর বেশী দামে শিশিগুলো বিক্রি করা। এই চুক্তিতে যে, সে মূল্য রিসিভ করার পর ব্যবসায়ীর ঋণ পরিশোধ করবে। এ লেনদেনে কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হল—পণ্যটা রিসিভ করতে হবে এবং বিক্রি করার আগে ব্যবসায়ীর স্থান থেকে সেটাকে স্থানান্তর করতে হবে। যদি পণ্য সামগ্রী ব্যবসায়ীর গোড়াউনে থেকে যায় তাহলে বেচাবিক্রির পাকাপোক্ত চুক্তি করা জায়েয হবে না। এর দলিল হচ্ছে য়ায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পণ্য-সামগ্রী যেখানে কেনা হয়েছে সেখানে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন; যতক্ষণ না ব্যবসায়ীরা পণ্যগুলো গ্রহণ করে নিজ নিজ বাহনে নিয়ে আসে।”[সুনানে আবু দাউদ (৩৪৯৯), আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

আরও জানতে [143532](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

সারকথা হল: যথাযথ নিয়মে পণ্যটির মালিক হওয়া আবশ্যিক; যদি মূল্য পরিশোধ না করে; বরং বাকীতে লেনদেন হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি পণ্যটি ধ্বংস হয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়... তাহলে দায়ভার এই বিক্রেতার উপর। মূল বিক্রেতা তার কাছে যে দামে বিক্রি করেছে সেটা পাবে।

আরও জানতে দেখুন: [46515](#) নং প্রশ্নোত্তর।

২। এই ব্যক্তি মূল ব্যবসায়ীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করা। ব্যবসায়ীর সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, সে তার পণ্যের মার্কেটিং করবে এই শর্তে যে, সে যদি নির্ধারিত মূল্যের বেশী দিয়ে বিক্রি করতে পারে তাহলে অতিরিক্তটা তার। লেনদেনের এ রূপটিও জায়েয। এ রূপের ক্ষেত্রে পণ্যটির মালিক হওয়া ও বিক্রি করার আগে রিসিভ করা আবশ্যিকীয় নয়। কেননা সে পণ্যের মালিকের এজেন্ট মাত্র।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৫/৮৬) বলেন: যদি কেউ বলে: আমার এ কাপড়টি দশ (দিনার) দিয়ে বিক্রি কর। যদি দশের বেশী দিয়ে বিক্রি করতে পার তাহলে সেটা তোমার। এ লেনদেন শুদ্ধ হবে এবং ঐ ব্যক্তি অতিরিক্ত অর্থটার পাওনাদার হবে।

শাফেয়ি বলেছেন: শুদ্ধ হবে না।

এ লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে—ইবনে আব্বাস (রাঃ) এতে কোন অসুবিধা আছে মনে করতেন না। আর যেহেতু এ ব্যক্তি তার সম্পদে তার অনুমতি সাপেক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। তাই তার জন্য এর থেকে লাভ করার শর্ত করা শুদ্ধ। যেমনটি শুদ্ধ মুদারাবা ব্যবসায়ী ও বর্গাচাষের শ্রমিক কর্তৃক।[সমাণ্ড]

আরও জানতে দেখুন: [121386](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আর যদি ব্যবসায়ীর সাথে এ মর্মে চুক্তি না হয় যে, বেশি দামে বিক্রি করলে সেটা তার তাহলে বর্ধিতাংশ ব্যবসায়ী পাবে। এ ব্যক্তি পারিশ্রমিক কিংবা চুক্তিকৃত পারসেন্টেজ ছাড়া আর কিছু পাবে না।

আরও জানতে দেখুন [9386](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।